পটুয়াখালীতে ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে

দীর্ঘদিন ধরে পটুয়াখালী পানজা বিড়ির কারখানায় কাজ করছে শিশুশ্রমিকরা । অভিভাবকদের অসচেতনতা, দারিদ্র্র, আর্থিক সংকট ও মালিকের সজাগ দৃষ্টি না থাকার কারণে এখানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সরেজমিন পরিদর্শন কালে শিশু, অভিভাবক, নারী ও পুর"ষ শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে বথা বলে এ সকল তথ্য জানা যায়। পটুয়াখালী পানজা বিড়ির কারখানা সদরের নতুন বাজার এ এলাকায়। প্রায় ৬০ জন শিশুশ্রমিক কাজ করছে। বিড়ির কারখানায় নারী, পুর"ষ শ্রমিকদের সাথে সমানতালে কাজ করে চলছে শিশুশ্রমিকরা। যে বয়সে ওদের হাতে বই থাকার কথা সে বয়সে জীবনের তাগিদে এই ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় নিয়োজিত তারা । কিন্তু এখানে রয়েছে মজুরিবৈষম্য।

মুল কারিগররা ১ হাজার পাতার বিড়ি তৈরি করে মালিকের কাছ থেকে ২০ টাকা পায়। কিন্তু সেখানে শিশুদের দি"ছ সর্বো"চ ১৫ টাকা। এই ব্যাপারে শিশুশ্রমিক সিজান (১১) জানায়, 'হেরা ২০ টাকা আনে আমাগো দেয় ১২ টাহা।' কাজ করতে কোনো সমস্যা হয় কি না তা জানতে চাইলে রিপন (১০) কুলসুম জানায়, প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। কিন্তু এখন হয় না। সকাল ৮ থেকে সারা দিন এখানে কাজ করে। এরা মজুরি পায় ৫০/৬০ টাকা, মজুরি আয় বেশি হলেও শিশুরা তা পায় না।

চানবানু (৩৫) এক মহিলাকে ১ বছরের ১টি বা"চাকে পাশে বসিয়ে সে কাজ করছে। তার কাছে বলা হলো বা"চাটি এখানে থাকলে ওর বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তার হাবভাব দেখে বোঝা গেল, এ ব্যাপারে সে খুবই উদাসীন। শিশুরা বিড়ি কারখানায় থাকলে বা কাজ করলে কী কী রোগে আক্রান্ হতে পারে, এ প্রসঙ্গে ডা. শফিকুল ইসলাম জানান, শিশুরা বিড়ি কারখানায় কাজ করলে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ"ছ- যক্ষা, শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সারসহ হার্টের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশুদের এই ঝুঁকিপুর্ণ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

বিড়ি কারখানায় কর্মরত রিপন (৯) জানায়, পড়ালেখার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সংসারের অস"ছলতার কারণে তার আর পড়ালেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার ই"ছা তার ছোট বোনটিকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে তুলব।

এখানকার শিশুদের শ্রম রোধে অভিভাবক ও স্থানীয় জানগণ মনে করে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা শিশুদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করা এবং কারখানার মালিকের শিশুশ্রম বন্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া গেলে শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন।

শিশুশ্রমিকের কাজ করার ব্যাপারে কারখানার মালিক মোঃ মনির"জ্জামান বলেন, আমার অজান্ে অনেক শিশু এখানে কাজ করছে। কিন্তু এলাকাবাসী জানতে চায়, মালিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে এত শিশুশ্রমিকের কাজ করা আদৌ সম্ভব কি না?

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : মিঠুন পাল, শাহনাজ পারভীন ও মন্দিরা দাস।

Source: http://www.mass-line.org/pressfreedom/